কেরুর আওতায় ৭ হাজার একর জমিতে আখচাষের লক্ষ্য মাত্রা

সরকার আখের মুল্য বৃদ্ধি করায় দর্শনা কেরু চিনিকল সহ এলাকার প্রান্তিক চাষীরা আখচাষে ঝুকে পড়েছে। ২০২২-২৩ রোপন মৌসুমে ৭ হাজার একর জমিতে আখচাষের লক্ষমাত্রা নিয়ে কেরু চিনিকল কর্তৃপক্ষ মাঠে নেমেছে।

চিনিকলের কৃষি বিভাগ জানায়, গত ১ সেপ্টেম্বর রোপন মৌসুম শুরুর পর স্ব স্ব এলাকার চাষীরা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা নিয়ে নিজ নিজ জমিতে আখ রোপন করতে দেখা গেছে। মৌসুমি বৃষ্টি জনিত কারনে গত ৪/৫ দিন আখ রোপন সম্ভব না হলেও গত এক সপ্তাহের ব্যাবধানে প্রায় পৌনে দু‘শ বিঘা জমিতে আখ রোপন ও বীজতলা করা হয়েছে। মিলজোন এলাকার বড় আখচাষী মো তৈয়ব আলি জানান গত বছর একমন (৪০কেজি) আখের মুল্য ছিল ১শ৪০ টাকা এবার ১শ ৮০ টাকা।এ জন্য আমি এবার ২৫ থেকে ৩০ বিঘা জমিতে ভাল ও উন্নত জাতের আখচাষ করবো।

মিলের জি এম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুঁইয়া গত মঙ্গলবার জানান এ বছর চিনিকলের খামারে ১হাজার ৫৫৯ ও চাষীর জমিতে ৫হাজার ৫৪১ একর। মোট ৭হাজার একর জমিতে আখচাষের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। তিনি বলেন সরকার দেশের মানুষ ও সাধারন চাষীদের স্বার্থে একমন আখের মুল্য মিলগেট এলাকায় ১শ ৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১শ ৮০ টাকা, বহিঃকেন্দ্রে(সেন্টারে) ১শ৩৭ থেকে ১শ৭৬ টাকা করেছে।তা ছাড়া আসন্ন মাড়াই মৌসুম চালুর পর জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখ থেকে ১৫ দিন পরপর কুইন্টাল প্রতি ৫ টাকা হারে ৫ বার মুল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

যদি ফাউন্ডেশন বা রেজিস্টার বীজ ক্ষেত হয় তাহলে মিলে আখ সরবরাহ যোগ্য আখের চাইতে বীজ আখ কুইন্টাল প্রতি ৮ টাকার স্হলে ১০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। তিনি জানান, গত বছর কেরুর নিজস্ব জমিতে দন্ডায়মান আখ ছিল ১হাজার ৫০ একর, চাষীর দন্ডায়মান আখছিল ৪হাজার ২শ৩০ একর।

যা গত বছরের চাইতে এ বছর প্রায় ২ হাজার একর জমিতে বেশী আখচাষের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। মিলের আখচাষী কল্যান সমিতির সভাপতি আঃ হান্নান ও সাধারন সম্পাদক আঃবারি বলেন আখের মুল্য কিছুটা হলেও বেড়েছে, যার জন্য আখচাষ বাড়বে তবে চিনির বিক্রয়

মুল্য বাড়িয়ে আখের মুল্য আরো একটু বাড়ানো দরকার। জি এম (প্রশাসন) শেখ মোঃ শাহাব উদ্দিন, বলেন আমরা উন্নত জাতের ও চিনি সমৃদ্ধ আখ চাষের উপর জোর দিয়েছি।যাতে করে চাষী ও মিল উভয়ই লাভবান হতে পারে। চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মো মোশারফ হোসেন বলেন ইতি মধ্যে আখের মুল্য বৃদ্ধি পাওয়াই আখচাষীদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়েছে ও আখের বীজতলা তৈরি প্রস্তুত বেড়েছে, আশা করা হচ্ছে এ বছর বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন এর নির্ধারিত টারগেট (ল্ক্ষমাত্রা) পুরন করতে সক্ষম হবো।

তিনি আরও বলেন, এ অচ্ঞলের চাষীরা আখ লাগালে সরাকারী ভাবে যে সারের রেট ২২ টাকা কেরু দিচ্ছে ১৬ টাকা যাতে করে কেরু চিনিকলটি সচল ভাবে চলে।এবং লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়।

আলমডাঙ্গায় পৌর সেচ্ছাসেবকলীগের সম্পাদককে কুপিয়ে হত্যা

আলমডাঙ্গা পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক আল ইমরান হোসেনকে (২৫) কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বত্তরা।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে দু’জন রামদা দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করলে তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণ করেন। ইমরান পৌরসভার গোবিন্দপুর গ্রামের আব্দুল জলিলের ছোট ছেলে।

নিহত ইমরানের বাবা আব্দুল জলিল জানান, চার মাস আগে পৌর এলাকার নওদাবন্ডবিল গ্রামের সাকিব ও দুর্লভপুর গ্রামের মাসুদসহ কয়েকজনের সঙ্গে ইমরানের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বিষয়টি থানায় বসে সমঝোতা হয়। এরপর শুক্রবার একা পেয়ে তারা কুপিয়ে ইমরানকে হত্যা করে।

প্রত্যক্ষদর্শী আহাদ আলী জানান, তিনি ও ইমরান বেলা ১১টার দিকে গোবিন্দপুরের মাঠপাড়ায় পুকুরে মাছ ধরার জন্য বসেছিলেন। পূর্ব

শত্রুতার জেরে মাসুদ ও সাকিব নামের দু’জন রামদা দিয়ে ইমরানের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় তিনি দৌড়ে পালিয়ে যান। হামলাকারী দু’জন উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে মাসুদ ও পৌর এলাকার নওদাবন্ডবিল গ্রামের মজিবার রহমানের ছেলে সাকিব।

স্থানীয়রা জানান, রক্তাক্ত অবস্থায় ইমরান দৌড়ে পুকুরের মধ্যে পড়ে যায়। সেখানে থেকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ পরিদর্শক সাইফুল ইসলাম হত্যার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুর্বৃত্তদের ধরতে ইতোমধ্যেই পুলিশের কয়েকটি টিম কাজ করছে। অল্প সময়েই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

দামুড়হুদায় ইজিবাইকের ধাক্কায় শিশু লামিয়া নিহত

দামুড়হুদা বদনপুর নাপিত খালি সড়কে ইজিবাইকের ধাক্কা লামিয়া খাতুন(৭) নামের এক কন্যা শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে দামুড়হুদা বদনপুর নাপিত খালি সড়কে নাপিত খালি পশ্চিম পাড়ায় এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত লামিয়া উপজেলার নাপিত খালি গ্রামের পশ্চিম পাড়ার রাজমিস্ত্রী নাজমুল হোসেনের কন্যা। সে বদনপুর মহিলা মাদ্রাসার ২য় শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

সরজমিনে গিয়ে জানাগেছে নিহত লামিয়া রাস্তার পাশে খেলা করছিল, এসময় দামুড়হুদা বদনপুর নাপিত খালি সড়কে একটি ইজিবাইক কার্পাসডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় ইজিবাইকের সাথে সজরে ধাক্কা লাগে। ঘটনা স্থলেই লামিয়া় মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনা স্থানে পৌঁছায় দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই মশিউর রহমান বলেন, উভয় পক্ষের কারো কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ নিহতের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

দামুড়হুদার তারিনীপুরে ভারি বর্ষণে পানি বন্দি ৩০টি পরিবার

দামুড়হুদায় বিরামহীন বৃষ্টির পানিতে বিধ্বস্ত হয়েছে বেশকিছু মাটির তৈরি বাড়িঘর। বাড়ির উঠানসহ এলাকার অধিকাংশ রাস্তাই রয়েছে পানির নিচে। তলিয়ে গেছে মাঠের বিস্তীর্ণ ধানের জমিসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে হাজারো মানুষ। বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না কর্মব্যস্ত সাধারণ জনগণ।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনীপুর গ্রামে ৩০টি পরিবার পানি বন্দি, বাড়ির উঠানের ওপরে হাঁটু সমান পানি। মাটির তৈরি বসতঘরের দেয়াল ধসে পড়েছে। প্রায় সপ্তাহ ব্যাপি বিরামহীন বৃষ্টির ফলে এলাকার বেশিরভাগ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির মধ্যে পড়েছে হাউলী ইউনিয়নের তারিনীপুর গ্রামের জনগণ।

এছাড়া গ্রামের মধ্যে জমে থাকা বৃষ্টির পানি বের করার জন্য নেই কোনো কালভার্ট বা ড্রেনেজ ব্যবস্থা। ফলে বৃষ্টির সমস্ত পানিই থেকে যাচ্ছে গ্রামের ভেতরে। অতিমাত্রায় বৃষ্টির পানিতে বেশ কয়েকজনের মাটির তৈরি বসতঘরের দেয়াল ধসে পড়তেও দেখা গেছে।

এবিষয়ে ভুক্তভোগী আশাদুল হক বলেন, দিনের বেলায় কষ্ট করে চলাফেরা করলেও ভাঙনের ভয়ে রাতে ঘুম হয় না। তাছাড়া সাপ ও পোকামাকড়ের ভয় তো নিত্যসঙ্গী। টয়লেট করা নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছে পরিবারের সদস্যরা। অন্যত্র যাওয়ার সুযোগ না থাকায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন ওই পরিবারের সদস্যরা। তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সু-দৃষ্টি কামনা করছেন ভুক্তভোগী পরিবারগুলো।

ভুক্তভোগী বিল্লাল হোসেন বলেন, লাগাতার বৃষ্টির পানিতে

কালভার্ট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় প্রায় ৩০টি বাড়ি পানি বন্ধি হয়ে পড়েছে আমার ঘরের মধ্যে পানি উঠে আড়াই বিঘা জমির ৫০ মন শুকনো ধান ভিজে গেছে যদি রোদ না উঠে তাহলে আমার প্রায় ৭০ হাজার টাকার ধান নষ্ট হয়ে যাবে।

এবিষয়ে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন বলেন, এখনও পর্যন্ত বিষয়টি আমি জানিনা, এখন জানতে পারলাম, সরজমিনে গিয়ে ব্যাবস্হা গ্রহন করা হবে।

কুড়ালগাছির চণ্ডিপুরে অবৈধভাবে সার বিক্রির অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার চন্ডিপুর বাজারে উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বলের বিরুদ্ধে সার বিক্রির বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই রাসায়নিক সার বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। কোনো প্রকারের লাইসেন্স ছাড়াই এসব রাসায়নিক সার বিক্রি করলেও অজানা কারণে প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ রয়েছে নীরব ভূমিকায়।

কৃষকদের অভিযোগে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চন্ডিপুর বাজারে রাসায়নিক সার বিক্রির বৈধ কোনো অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বল হোসেন দীর্ঘ দিন যাবত সার বিক্রি করে আসছেন। লাইসেন্স ছাড়া সার বিক্রিসহ তার বিরুদ্ধে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত মূল্যর চাইতে বেশী মূল্যে বিক্রির অভিযোগও রয়েছে । এছাড়াও তিনি কোন কৃষককে সার বিক্রির মেমোও দিতে চান না। আর যদি কোন কৃষককে মেমো দিলেও সারের পরিমান ও দাম উল্লেখ করেন না।

এ বিষয়ে উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বল হোসেন বলেন, সার বিক্রির আমার কোনো বৈধ লাইসেন্স নেই। শুধু আমারই না অনেকেই বৈধ লাইসেন্স নেই। তবে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছি।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, ‘আমরা বিষয়টি দেখবো।’

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগম বলেন, লাইসেন্স ছাড়া কেউ সার বিক্রি করতে পারে না। যদি কেউ লাইসেন্স ছাড়া সার বিক্রি করে থাকেন তা আইন বহির্ভূত। অবৈধভাবে সার বিক্রির বিষয়টি আমরা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি। তবে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করলে কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না

চুয়াডাঙ্গার খাড়াগোদায় কাবাডি খেলা নিয়ে সংঘর্ষ ২ শিক্ষকসহ আহত ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাবাডি খেলা নিয়ে তর্কবির্তকের কারনে প্রধান শিক্ষক নাহারুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক ও ল্যাব এসিস্ট্যান্টকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার দুপুর আনুমানিক ১ টার দিকে ।পরে উত্তেজিত ছাত্র শিক্ষকদের পুলিশ গিয়ে শান্ত করেন।

জানাগেছে,চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আগামীকাল সোমবার চুয়াডাঙ্গার ঝিনুক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাবাডি থানা পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। এজন্য শিক্ষকের কক্ষে যান।এ সময় প্রধান শিক্ষক এর আগেও খেলোয়াড়দের নিয়ে বিড়ম্বনা কথা বলে ক্রীড়াশিক্ষককে এসে খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের নিয়ে যাবার কথা বলে।

অপরদিকে প্রধান শিক্ষক নাহারুল ইসলাম পুরনো খরচপাতির কথা তুলে ধরে খেলায় অংশগ্রহণ করতে অনিহার ভাব প্রকাশ করে।

পরে নিয়ে তর্কবিতর্কের একপর্যায়ে প্রধান শিক্ষক সোয়েব হোসেনকে স্কেল দিয়ে মারধর করে। পরে ঠেকাতে গিয়ে শামীম রেজা নামের আরেক শিক্ষ হালকা চোট পায়।অপরদিকে প্রধান শিশিক্ষককে মূর্খ বলে নিজের দোষ স্বীকার করেন ক্রীড়া শিক্ষক। এজন্য তাকে মারধর করে।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের সভাপতি খালেকুজ্জামান মাস্টার বলেন,আমি ঘটনার পরে স্কুলে গিয়ে উভয়পক্ষের সাথে কথা বলে আগামীকাল খেলা থাকার কারনে স্থানীয় চেয়ারম্যানসহ আমরা বসে একটা সমাধান করার চেষ্টা করবো।

এদিকে স্থানীয়রা মাছুরা খাতুন টুনি নামের সংবাদকর্মীকে মোবাইল ছিনিয়ে মারধর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই সংবাদকর্মী।তবে তারা বলেছেন পক্ষপাতিত্বমূলক কথা বলার জন্য তাকে উত্তেজিতরা এ ঘটনা ঘটায়।

তবে এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলা নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছে তবে কোন শিক্ষক অভিযোগ করেননি।তবে এ ঘটনায় মাছুরা টুনি নামের একজন অভিযোগ করেছে।

চুয়াডাঙ্গা দর্শনা ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলাসহ মোটরসাইকেল আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জেলা ট্রাফিক পুলিশ ঝটিকা অভিযান চালিয়ে ৫টি মামলা ও আনুমানিক ২৫ টি মোটরসাইকেল আটক করেছে।

রোববার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে দুপুর অবধি দর্শনা বাসষ্ট্রান্ড মোড়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ অভিযানে ৫ টি মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে মামলা ও আনমিানিক ২৫ টি মোটরসাইকেল আটক করে দর্শনা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মনির হোসেন ও ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মমিনুর রহমান এর নির্দেশে সার্জেন্ট নূরুল ইসলাম, টিএসআই মমিনুর রহমান সহ সঙ্গীয় ফোর্স দর্শনা বাসষ্ট্রান্ড মোড়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে মোটরসাইকেলের কাগজপত্রে ত্রুটি থাকায় ৫ টি মামলা প্রদান করে। এ ছাড়া এসময় রেজিষ্টেশনবিহীন ও বিভিন্ন ত্রুটির কারণে ২৫ টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়।

ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মনির হোসেন জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮র বিভিন্ন ধারায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে কাজপত্রের বিভিন্ন ত্রুটি থাকায় ৫টি মটরসাইকেলের বিরুদ্ধে মামলা ও রেজিষ্টেশন বিহীন সহ অনান্য ত্রুটির কারণে আনুমানিক ২৫ টি মটরসাইকেল আটক করা হয়।মোটরসাইকেল দর্শনা থানা হেফাজতে আছে।

ব্যস্ত সময় পার করছে দামুড়হুদার প্রতিমা তৈরির মৃৎশিল্পীরা

শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সর্ব বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে এখনও ১৯ দিন বাকী থাকলেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দরজায় কড়া নাড়ছে দেবী-দুর্গার আগমনী বার্তা।

ইতোমধ্যেই দামুড়হুদা উপজেলায় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বিশেষ করে দুর্গা প্রতিমা তৈরির কারিগররা ব্যস্ত সময় পার করছে। মণ্ডপের সাজসজ্জাসহ সার্বিক প্রস্তুতি দ্রুত এগিয়ে নিচ্ছেন আয়োজক ও পূজা উদযাপন কমিটি। আগামী ১ অক্টোবর থেকে শুরু হবে পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা। দামুড়হুদা উপজেলায় এবছরে ২২টি মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমা বসবে। তারই সাজসজ্জায় ব্যস্ত আয়োজকরা। শারদীয় উৎসব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়,কারিগররা কাদা-মাটি, খড়-কাঠ সংগ্রহ থেকে শুরু করে, প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সকাল থেকে রাত অবধি চলছে এই কার্যক্রম।এখন শারদীয় দুর্গোৎসবে মেতে ওঠার অপেক্ষায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা।এ উৎসবকে ঘিরে উপজেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের মাঝে দেখা দিয়েছে কর্ম ব্যস্ততা।দিন রাত কাজ করে

শিল্পীদের হাতের নিপুণ ছোঁয়ায় তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। যেন দম ফেলার সময় নেই কারিগরদের। তবে রং, তুলির ও সাজসজ্জার দাম বেশি হওয়া ও প্রতিমা বানানোর মজুরি কম পাওয়ায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে তাদের মধ্যে।

প্রতিমা শিল্পী শ্রী কৃষ্ণ গৌস্বামী বলেন,আমি ২৫ বছর যাবত প্রতিমা বানায়। দুর্গা প্রতিমা ছাড়াও সকল ধরনের প্রতিমা বানিয়ে থাকি এইবার আমি চার টা প্রতিমার কাজ করতেছি। বিশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকায় কন্টাক্টে আমার সাথে তিন জন হেলপার আছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক আনন্দ ঘোষ বলেন, এবার অনেক বড় করে পূজা করা হচ্ছে। মহাভারতের কিছু দৃশ্য রাখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ২২টি প্রতিমা গড়া হচ্ছে।

দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব সঞ্জয় হালদার জানান, এ বছর অনেক সাড়ম্বরে পূজা উদযাপন করা হবে। মূর্তি গড়ার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। কিছুদিন পর থেকেই রংয়ের কাজ শুরু হবে। দশভূজা দেবী দুর্গা এবার আসছেন ঘোড়ায় চড়ে। আর ফিরে যাবেন নৌকায়। পূজাকে কেন্দ্র করে তাই সর্বত্রই চলছে সাজ সাজ রব।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে, পুজায় আগত দর্শনার্থীদের ভিড় এড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, পুলিশের টহল জোরদার করা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অনুরোধ, সহ ইভটিজিং ও নারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগম বলেন, পূজা মন্ডপ গুলোতে সর্বাত্মক সতর্কতা মূলক ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে, সুষ্ট ভাবে যেন পূজা উদযাপিত হয় সে লক্ষে জনপ্রতিনিধি সহ সকলের সহযোগিতা কামনা করছি, পুলিশ প্রশাসনকে বলা আছে যাতে সতর্ক থাকে, কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে।

দামুড়হুদার বোয়ালমারীতে সড়ক দূর্ঘটনায় চালক নিহত

দামুড়হুদার দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে নাটুদার বোয়ালমারী ফকির পাড়ায় আলমসাধু উল্টে রমযান আলী (৫৮) নামের চালকের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ৮ টার সময় দর্শনা-মুজিবনগর মহাসড়কের নাটুদার বোয়ালমারী ফকির পাড়ার মসজিদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রমযান আলী উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের সদাবরী গ্রামের পশ্চিমপাড়ার নাজের আলীর ছেলে ।

জানা গেছে, নিহত রমযান আলী মিস্ত্রি প্রতিদিনের ন্যায় সকালে টিউবওয়েল পোতার জন্য নিজ বাড়িহতে সকালে মেহেরপুরের থানা গাংনীতে কাজ করার জন্য ৭জন লেবার নিয়ে যাবার সময় দর্শনা-মুজিবনগর সড়কের নাটুদার বোয়ালমারী ফকির পাড়ার নিকট পৌছালে আলমসাধু চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এসময় চালক রমযান আলী গুরুতর আহত হয়, স্থানীয় লোকজন ছুটে গিয়ে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতালে ভর্তি করেন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা ১১টার দিকে রমযান আলী মারা যায়।

.

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, আলমসাধু উল্টে রমজান আলী নামের একজন মারা গেছে, কারো কোন অভিযোগ নেয়, এই মুহূর্তে লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আছে।

দর্শনায় থানা যুবদলের পরিচিতি সভা

দর্শনা থানা যুবদলের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল সাড়ে চারটার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিন চাঁদপুর শাপলা পার্কে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এ পরিচিতি সভা ও

সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা থানা যুবদলের আহবায়ক জালাল উদ্দিন লিটনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য খাজা আবুল হাসনাত। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থেকে জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক সাইফুর রসীদ ঝন্টু বলেন, সময় এসেছে গনতন্ত্র পুনঃউদ্ধারে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ডাকে সকল আন্দোলনে বিএনপির অঙ্গসংগঠনের তৃনমূল পর্যায়ের সকল নেতাকর্মীদের শতভাগ উপস্থিতি থেকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট, জেলা শ্রমিকদলের শফিকুল ইসলাম সাবু, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টারসাবেক চেয়ারম্যান আহাম্মেদ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান আকতার হোসেন, বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন খেদু, শরিফ উদ্দিন, রেজাউল ইসলাম,লুতফর রহমান,খাইরুল আলম,আসলাম উদ্দিন, থানা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক দর্শনা পৌর যুবদলের আহবায়ক ফারুক হোসেন,সদস্য সচিব জালাল উদ্দীন, সেচ্ছাসেবকদলের মজনু শাহ, ছাত্রদলের পলাশ,মুফা,সুজন,রাজ,ছাইদুর, ডাবলু, আঃ হাই,জাকির হোসেন, মামুন, শাহারুল প্রমূখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন থানা যুবদলের সদস্য সচিব সাজেদুর রহমান মিলন।